পূজোয় আকিবের চাঁদা না দেওয়ার রহস্য

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এতে যা কিছু কল্যাণকর আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি কিছু অকল্যাণকর থাকে তা আমার ত্রুটি ও শয়তানের প্রভাব।

লেখকঃ

ডা. কাজী আসফাকুল্লাহ

সম্পাদনাঃ

রুহুল আমীন

অরিজিৎ রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

ড. ওবাইদুর রহমান

ডা. মুহাম্মাদ উমার ফারুক

ডা. মফিজুল সেখ

সরিফুল ইসলাম

মুরশেদ আলম

অন্যান্য

প্রকাশকঃ

আশিকুর রহমান মল্লিক

প্রকাশ কালঃ

রজব, ১৪৪৬

© সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশনায়ঃ

সুশিক্ষা পাবলিশার্স

৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বিপ্লব মানিব্যাগ বের করে একটা পাঁচশো টাকার নোট হাতে নিয়ে বলে, এই দিয়ে দিলাম আমারটা। এবার তোদের পালা, কী বলিস আকিব, তোরটা কবে দিচ্ছিস? হাতে তো আর বেশি সময় নেই রে!

...আকিব এবং বিপ্লব পরস্পরের বন্ধু। তাদের কলেজ যাওয়া, হোস্টেলে ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা, খেলাধুলা একই সাথে। পড়াশোনার পাশাপাশি বিপ্লবের বেশ কয়েকটি ভালো দক্ষতা আছে। সে ভালো নেতৃত্ব দেয়, যে কোনো অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত সুস্থ-সুন্দর ভাবে গুছিয়ে সম্পন্ন করতে পারে। তাই কলেজ বা হোস্টেলের যে কোন অনুষ্ঠানগুলোতে বিপ্লবের কদর বেড়ে যায়। স্বরস্বতী পুজোর মূল দায়িত্বটাও তাই বিপ্লবেরই হাতে।

সামনেই সরস্বতী পুজো, বিপ্লব বেশ ব্যস্তই আছে বলতে গেলে। পুজো, খাওয়া-দাওয়া, এসব তো কম চাট্টিখানি টাকার কম্ম নয়। তাছাড়া টাকা হলেই যে সব সময় একটা অনুষ্ঠান সুন্দর হবে তেমনও নয়! চাই শ্রম ও হৃদয়। এসব কাজে বিপ্লবের আপত্তি নেই, কিন্তু সমস্যা হল চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারটা। এই একটা বিষয়ে কারো যেন আগ্রহ নেই। সময়ও বেশি বাকি নেই, চাঁদার টাকা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তুলে নেওয়া দরকার। হোস্টেলে ফেরার পথে বিপ্লব তাই আগেভাগে নিজেরটা দিয়ে দেয়। তাছাড়া, আরো একটা সুপ্ত কারণ আছে। সেটা হল, মুসলিম আকিবকে নিয়ে ওর ঘোর সংশয়। এই সমস্ত কালচারাল

কাজকে এরা দেখে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। আর তাতেই সমস্ত সমস্যার উৎপত্তি। চাঁদা না দেওয়া, অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি আর কি। তাই উদ্বেগ ও সন্দেহের স্বরে আকিবকে বলে, ভাই! নিজেদের চাঁদাটা আগে দেওয়া উচিৎ, কী বলিস?

আকিব সহাস্য মুখে বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ থাকে। সন্দেহটা আবার বিপ্লবের দৃঢ় হতে থাকে।

তবুও বিপ্লব হাতটা আকিবের পকেটের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, তোর তো টাকা বের করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, কষ্ট যখন হচ্ছে, তা আমিই বের করে নিচ্ছি। আকিব একটু সরে দাঁড়ায়, জানতে চায় কিসের চাঁদা? প্রত্যুত্তরে বিপ্লব আশ্চর্য ও বিরক্ত হয়। তবু মনের ভাব গোপন রেখে বলে, কেনো? জানিস না, ১লা ফেব্রুয়ারি যে সরস্বতী পুজো!

আকিব মাথা নেড়ে বললো, ও...। আসলে আমরা তো পুজো করি না, তাই খোঁজ খবরও রাখি না। কিন্তু তোদের পুজোতে আমি টাকা দেবো কেনো রে! বিপ্লব এটাই আশা করেছিল, তাই আগেভাগে মনটা সংশয়ে পূর্ণ হয়েই ছিল।

কিন্তু ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, টাকা আদায় করবেই। তাই বিপ্লব প্রতিবাদের স্বরে বলে 'তোদের' নয়, বরং কলেজের পুজো, আর কলেজটা তোরও। তাই বলা উচিত, আমাদের। কলেজে আসছিস তবুও সেই গোঁড়া মৌলবাদীই রয়ে গেলি ভাই!

এবার ও মনের অবস্থা গোপন রাখতে পারে না। স্পষ্টতই মনঃক্ষুণ্ণ হয়। বিপ্লব-আকিব সর্বদা সহাবস্থানে থাকলেও

আকিবদের কিছু বিষয়ের হিসাব বিপ্লব মেলাতে পারে না। তারা হিন্দু মুসলিম সবাই একই সাথে বসে খাবার খায়, একই হোস্টেলে থাকে। একে অপরের সাহায্য সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সব মিলে যেন একটাই পরিবার। অথচ, একই হোস্টেলে থেকে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দেওয়ার বেলায় মুসলিমরা মৌলবাদী আর গোঁড়া হয়ে যায়, ও অনেক আগে থেকেই জিনিসটা দেখে আসছে। কিন্তু আকিবের ব্যাপারটায় ও একটু আশাবাদী ছিল। যতই হোক, অনেক দিনের বন্ধু কিনা! এক বছরের পরিচয়টা তো আর কম নয়! মদের আড্ডা বসলে আকিবরা নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকে, এটা না হয় মানা যায়! এটা রুচির বিষয়, কিন্তু ...। একই সঙ্গে খাওয়ার সময় চিকেন হালাল নয়, জানার পর অতি সহজেই এই লোভনীয় চিকেন থেকে আকিবরা বিরত থাকতে পারে। অদ্ভুত ভাবে আকিবরা নিজস্বতা বজায় রাখে। অবশ্য এটাকে নিজস্বতা বলার ব্যাপারে বিপ্লবের আপত্তি আছে, বরং এটাকে গোঁড়ামি বলতেই সে বেশি পছন্দ করবে।

অমুসলিম বিপ্লব সহ অনেকেরই মনের গভীরে প্রশ্ন উঁকি মারে। অনেকে আবার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে জানতে চেয়েও ইতস্ততবোধ করে দু'পা পিছিয়ে যায়। হয়তোবা ভাবে যদি বিশ্বাসে আঘাত হয়!

আমরা সহাবস্থানে থাকি, একে অপরে সাহায্য সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। অথচ পুজোর ব্যাপারে মুসলিমদের প্রত্যক্ষ তো দূরে থাকুক, পরোক্ষও কোনো সাহায্য সহযোগিতা আশা করা যায় না। এমনকি পুজোতে মুসলিমরা আনন্দ উপভোগের জন্যেও

আসতে রাজি নয়। এইরকম হলে ব্যাপারটি কি সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাধা নয়? একই সাথে থেকেও সরস্বতী পুজো কিংবা অন্য কোনো পুজোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ না করার উপযুক্ত কারণ তাদের মধ্যে আলোচিত না হওয়ায়, কখনো কখনো হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে দূরত্বও তো বাড়ে!

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বিপ্লবের চোখ পড়ে ম্যাগাজিনের সুদোকু ধাঁধাটার দিকে। এই সুদোকুটা সে অনেক বার চেষ্টা করেও সমাধান করতে পারেনি। সব দিক থেকে ৩২ আসার কথা, কিন্তু এক দিকে ৩২ আসছে তো অন্যদিক থেকে ৩১; আবার কোনো দিক থেকে ৩৩ আসছে। এমন সময় আকিব চিৎকার করে উঠলো, ইউরেকা...! আমি পেয়ে গিয়েছি। বিপ্লব কিছুটা উৎফুল্ল হলো, আকিবও কিছু বলার জন্য মুখিয়ে উঠলো, কিন্তু বিপ্লব বাধা দিল—বলবি না, আমি নিজেই করব। আকিব সে কথায় মনোযোগ না দিয়ে ইতিমধ্যে যা পেয়েছে গড়গড় করে বলতে শুরু করলো, আরে ভাই...!

১৬ + ৮ + ৮ = ৩২ আবার ১৬ + ৮ + ৮ = ৩১ আবার কখনো ১৬ + ৮ + ৮ = ৩৩ হলেই বা মন্দ কী! যদি এই ধরনের বিষয় আবিষ্কার করা যায় তাহলে কেমন হবে রে বিপ্লব!

বিপ্লব হো হো হো করে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, তুই তো আইনস্টাইনকেও ছাড়িয়ে যাবি,পাগল কোথাকার! আকিব অভিযোগের স্বরে বললো, পাগলামির কী করলাম? বিপ্লব বলল

২ + ২ = ৪ এটাই একমাত্র সত্য। ২ + ২ = ৩, ২ + ২ = ৫ হা... হা... পাগলামি নয়! হা...হা...!

আকিব বললো, আহা...! এত হাসাহাসির কী আছে। ২ + ২ = ৩ কিংবা ২ + ২ = ৫ এই নিয়ে আমি তো গবেষণা করে একটা থিওরি দিতে পারি। আর তুই আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবি না?

বিপ্লব একটু হেসে নিয়ে বললো তোর পাগলামিতে সাহায্য সহযোগিতা! কখনোই না, হা..হা.., তাহলে তো লোকে আমাকেও পাগল বলবে। আকিব এবার বললো, তুই ২ + ২ = ৪ এর প্রতি এত গোঁড়া, মৌলবাদী হচ্ছিস কেনো রে। গণিত নিরপেক্ষ হ! আমার গবেষণাও সত্য হতে পারে। বিপ্লব আবার একটু মজার হাসি হেসে নিলো। আকিব একটু ভেবে নিয়ে বললো, হ্যাঁ, আমার গবেষণাতেও ২ + ২ = ৪ ই হয়, অন্য দুটো সঠিক নয়। কাজেই গনিত নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না। তেমনই সত্যের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না; সত্য তো সত্যই! সত্য নিরপেক্ষতা বলে কিছু হয় না।

বিপ্লব বললো, এতে আবার গবেষণার কী আছে।

আকিব বললো, তাহলে শোন, এটা থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তা হলো- পৃথিবীতে একই বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক বিপরীতধর্মী মতবাদ থাকতে পারে, কিন্তু একইসঙ্গে সবগুলো বিপরীতধর্মী মতবাদ সঠিক হতে পারে না, যে কোনো

একটি মতবাদই সঠিক হবে। যেমন ২ + ২ + = ৪ ই একমাত্র সঠিক।

বিপ্লব মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

আকিব বললো, আচ্ছা, তুই কি জানিস ধর্মীয় ক্ষেত্রেও একই বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক বিপরীতধর্মী মতবাদ আছে?

বিপ্লব উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, এবার ও আলোচনার অভিমুখটা বুঝতে পারলো।

কিন্তু বিরক্ত হলো না । আর আকিব বলতে থাকলো,

পৃথিবীতে ধর্মগুলোর সাধারণত দুইটি ভিত্তি -

1. MONOTHEISM বা একেশ্বরবাদ অথবা তাওহিদ।

2. POLYTHEISM বা বহু-ঈশ্বরবাদ বা বহুদেববাদ অথবা শির্ক।

MONOTHEISM এবং **POLYTHEISM** হলো একই বিষয় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুইটি মতবাদ, একসঙ্গে দুটি মতবাদই সঠিক হতে পারে না।

মানে...? বিপ্লব আপত্তির স্বরে বলে।

এমন সময় বিপ্লবের ফোন বেজে ওঠে। ফোনের ওপার থেকে সুমন জানায়, হাসপাতালে গাইনি ওয়ার্ডে তার ডিউটি চলাকালীন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

বিপ্লব আগ্রহের স্বরে বলে, হুম শুনছি, বল! সুমন জানায়, মায়া নামের এক মা তিন দিন আগে একটি ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন। আজ সেই মা ও ছেলের হাসপাতাল থেকে ছুটি ছিলো।

বিপ্লব উৎসুকভাবে বলে তারপর...!

সুমন বলতে থাকে, মৌসুমি নামের এক মা ছুটির সময় নার্সিং স্টেশনে এসে দাবি করে ওই ছেলে বাচ্চাটা তাঁর। মানে মৌসুমি জন্ম দিয়েছেন! একজন বাচ্চার জন্মদায়িনী মা হিসেবে দুইজন নারী দাবি করছেন।

বিপ্লব উত্তেজিত হয়ে বলে, এটা কিভাবে সম্ভব, একজন বাচ্চার জন্মদায়িনী দুইজন মা তো হতে পারে না! একজন নিশ্চিতভাবে মিথ্যা দাবি করছে।

সুমনের সাথে বিপ্লবের ফোনে কথোপকথনের ঘটনার নাগাল না পেলেও আকিব কিন্তু ঘটনার আভাস পায়।

বিপ্লব জানতে চায়, তারপর...!

সুমন বললো, তারপর আবার কী! ডক্যুমেন্টেশন তো করা আছে, বাচ্চাটি মায়া নামের মায়ের। ডক্যুমেন্টেশনে কোনো সন্দেহ হলে DNA টেস্ট করলেই হিসাব মিলে যাবে। আচ্ছা দেখা যাক আর কী ঘটে, তোকে পরে জানাবো। এই বলে সে ফোন রেখে দেয়।

আকিব বিস্তারিত ঘটনা বিপ্লবের থেকে শুনে নেওয়ার পর বললো, এখানেও দ্যাখ, ২ + ২ = ৪ এর মতোই মূলনীতির প্রয়োগ। একই সাথে দুই বিপরীতমুখী একাধিক দাবি সঠিক হতে পারে না, স্বাভাবিকভাবে একটি বাচ্চার জন্মদায়িনী একজনই মা থাকবেন, একাধিক জন্মদায়িনী মা থাকা সম্ভব নয়। বিপ্লব তুই দ্যাখ, ইসলাম ধর্মের স্পষ্ট কথা আল্লাহ একক, আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই। আবার কোনো একটি ধর্মের

দাবী হলো, আল্লাহ একক নয়, আল্লাহ তিনজন বা তিনের এক। আবার কোনো কোনো ধর্মে ঈশ্বর একাধিক বা স্রষ্টার সাথে অনেক দেব-দেবীর অংশীদারত্ব রয়েছে। বিপ্লব তুই এখন বল, এই পরস্পর বিপরীতমুখী একাধিক দাবিগুলো একইসাথে সঠিক হতে পারে কিনা?

আকিবের এই প্রশ্নে বিপ্লবের আর আপত্তি থাকে না, সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়। তারপর...!

আকিব, **MONOTHEISM** আর **POLYTHEISM** নিয়ে একটা ছোটোখাটো লেকচার দিতে শুরু করলো,

MONOTHEISM অথবা তাওহিদ হলো-

আল্লাহ (আরবি শব্দ, যার ইংরাজি কতকটা The God এর মতো) একক বা অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সবই (সবাই বা সবকিছুই) তার মুখাপেক্ষী, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনি কাউকে জন্ম দেননি। কোনো কিছুই আল্লাহর সমতুল্য নয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সংরক্ষক, প্রতিপালক। সৃষ্টি জগতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর সম্পূর্ণ অধীন ও অনুগত নয়। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক, সমস্ত ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ যা প্রদান করেন, তা কেউই আটকাতে পারে না। এবং আল্লাহ যা আটকে রাখেন, তা কেউই প্রদান করতে পারে না। কোনো মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ সরাসরি উপাস্য, মধ্যস্থতাকারী কোনো কিছুর সেখানে স্থান নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য যিনি উপাসনা-ইবাদতের যোগ্য, সমস্ত

সাহায্য-প্রার্থনা, বিদ্যার জন্য প্রার্থনা, জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা, ধনসম্পদের জন্য প্রার্থনা, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা কেবল তাঁরই কাছে করতে হবে, কেননা তিনি ব্যতীত আর কেউই এইসব ক্ষমতার অধিকারী নন। সমস্ত প্রসংশা, কৃতজ্ঞতা কেবল একক উপাস্য আল্লাহরই জন্য। তিনিই মহাপ্রলয় ও হিসাব দিবসের মালিক। তাঁর ইবাদত আনুগত্যের জন্য সীমারেখা তিনিই নির্ধারণ করেন, যথা কোনোকিছুকে হালাল বা বৈধ ও হারাম বা অবৈধ নির্ধারণ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ-ই। এই সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘনের জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আকিব একইভাবে বলে চলে। ওর মধ্যে কোন উত্তেজনার ভাব, বিপ্লব লক্ষ করে না। সুন্দর স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাবটা আকিবের যেন স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। যেটা বিপ্লবকে আকর্ষিত করে।

ও আরো বলে, ইসলাম কঠোরভাবে তাওহিদের (MONOTHEISM) উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ইসলাম'-এর অর্থ -

১. **আত্মসমর্পণ** - নিজের লালসা আর মন্দস্বভাবকে পরিত্যাগ করে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

২. **নত-স্বীকার** - শর্তাবলী মেনে নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দাসত্ব করা।

৩. **আনুগত্য** - আল্লাহর আদেশকে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাসহ পূর্ণরূপে মেনে চলা।

৪. **আন্তরিকতা** - লোকে দেখুক বা না দেখুক, তাঁর আদেশ অনুযায়ী কাজ করা।

৫. **শান্তি** - সর্বশক্তিমান আল্লাহ যা কিছু আমাদের জীবনে প্রদান করেছেন, তা প্রশান্ত চিত্তে মেনে নেওয়া।

যে ইসলাম অনুসরণ করে তাকে বলা হয় মুসলিম।

ইসলাম ধর্ম একথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, যে ব্যক্তি শির্ক (POLYTHEISM) করে সে মৃত্যুর আগে অনুতপ্ত হয়ে তাওহীদের (MONOTHEISM) দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার জন্য কোনো ক্ষমা নেই, সে পরকালে চিরস্থায়ীভাবে শাস্তি পাবে। অর্থাৎ ইসলামে শির্ক হলো সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

বক্তব্য লম্বা হলেও বিপ্লবের শুনতে বেশ মজাই লাগে। শোনেও মনোযোগ দিয়ে।

আকিব বলে চলে

POLYTHEISM অথবা শির্ক হলো -

MONOTHEISM অথবা তাওহিদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি বিষয়। শির্ক-এ দাবি করা হয় একাধিক ঈশ্বরের অথবা সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের একাধিক অংশীদারের। এখানে সৃষ্টির দেবতা একজন তো ধ্বংসের দেবতা অন্যজন। বিদ্যা বা জ্ঞানের জন্য এক নির্দিষ্ট উপাস্য, ধনসম্পদ লাভ, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য বানানো হয়। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করা হয়। অথবা কোনো কিছুকে ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে

তার উপাসনা করা হয়। চন্দ্র, সূর্য, মূর্তি, পাথর ইত্যাদির পূজো করা হয়ে থাকে।

এখন তুই বল? আকিব বিপ্লবকে প্রশ্ন করে **MONOTHEISM** এবং **POLYTHEISM** একই বিষয় ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ পরস্পর বিপরীতধর্মী দুইটি মতবাদ কিনা? একই সঙ্গে দুইটিই সঠিক হতে পারে কিনা?

বিপ্লব নিজের অজান্তেই আকিবের মতকে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো।

আকিব বললো, আমরা এখন কোন মতটি সঠিক সেই সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা শুরু করি, কী বলিস বিপ্লব...?

বিপ্লব আগ্রহ ভরে সম্মতি জানায়, কারণ সে হয়তো আজ আকিবদের ব্যাপারে হিসেবের গরমিল মেলাতে পারবে।

আকিব জানালো, সর্ব প্রথম স্মরণ রাখা দরকার; আমি যা বিশ্বাস করি তা প্রকাশ করা মানে অন্য কারো বিশ্বাসে আঘাত করা নয়। বিষয়টি উপমার সাহায্যে বুঝলে আরো সহজ হয়। ধরা যাক- দুই বন্ধু, প্রথম বন্ধু পাথরের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে এবং দ্বিতীয় বন্ধু এটাতে বিশ্বাস করে না। প্রথম বন্ধু তার বিশ্বাস অনুযায়ী আংটির মাধ্যমে অনেক পাথর ধারণ করেছে, কারণ তার বিশ্বাস এই পাথর তার বিভিন্ন কল্যাণ করতে পারবে এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। দ্বিতীয় বন্ধু পাথরের ক্ষমতায় অবিশ্বাসী হওয়ায় কল্যাণের জন্য বা অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য হাতে কোনো পাথর ধারণ করে না। দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুকে

তার পাথরের অলৌকিক ক্ষমতায় অবিশ্বাসের কথা জানানোর অর্থ এই নয় যে, প্রথম বন্ধুকে আঘাত করা। কিংবা প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে পাথরের অলৌকিক ক্ষমতায় তার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা মানে দ্বিতীয় বন্ধুকে আঘাত করা নয়। আঘাত করা তখন হবে, যখন একজন অপর জনকে তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে গালাগালির মাধ্যমে আক্রমণ করবে। তাই না?

বিপ্লব সম্মতি জানায়।

আকিব এবার সরস্বতী পুজোর ব্যাপারে তাওহিদের নীতি অনুযায়ী মুসলিমদের অবস্থান স্পষ্ট ভাষায় বলতে থাকে-

আমরা প্রতিমা পুজোয় বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না সরস্বতীর কোনো ক্ষমতায়। আমরা বিশ্বাস করি না সরস্বতী জ্ঞানের মালিক বা বিদ্যার দেবী। আমরা বিশ্বাস করি না যে, সরস্বতী কোনো জ্ঞান দান করতে পারে বা জ্ঞান কেড়ে নিতে পারে। মুসলিমরা বিশ্বাস করে না যে, সরস্বতী কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে। মুসলিমরা বিশ্বাস করে না যে, সৃষ্টিরা একক সুপ্রিম স্রষ্টার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনার জন্য স্রষ্টা এবং প্রার্থনাকারীর মাঝে অন্য কোনো সুপারিশকারী দেব দেবী আছে বা স্রষ্টার সাথে অংশীদার কেউ আছে। আমরা মুসলিমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য অথবা দেব-দেবী নেই।

সরস্বতী পুজো, যা মুসলিমদের আইডিওলোজির সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। পুজোতে আমরা অংশগ্রহণ করি না, কারণ আমাদের

নিজস্বতা, আমাদের আইডিওলোজি, আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য।

এবারে বিপ্লব একটু অস্বস্তিতে পড়ে, ও যে ভুল করছে তা পরোক্ষ ভাবে আকিব যেন জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোনো যুৎসই জবাবও তার মুখে সেই মুহুর্তে আসে না। বাধ্য হয়ে চুপ করে যেতে হয়।

তারপর আকিব বললো, যারা মনে করেন পুজোতে অংশগ্রহণ না করাটা সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বাধা তাদের সাথে আমরা মোটেই একমত নই, বরং এইসব ভাবনাকে আমরা সো-কল্ড হিসাবেই বিবেচনা করি।

এবারে তার কণ্ঠের মধ্যে যেন একটা ধীর স্থির অথচ দৃঢ়তার ভাব প্রকাশ পায়।

আকিব আবার শুরু করে, এক্ষেত্রে বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা পাথরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দুই বন্ধুর উপমাটি লক্ষ করতে পারি। আচ্ছা, সেখানে এই দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে পাথরের ক্ষমতায় অবিশ্বাসী বন্ধু কি পাথর ধারণ করবে? বরং এইগুলিতো ব্যক্তিগত বিশ্বাস। বিশ্বাসের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করতে গেলে তো নিজস্বতা বলে কিছু থাকে না বরং নিজের বুদ্ধি বিবেক পরের কাছে বন্ধক দেওয়ার মত অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কী বলিস বিপ্লব...

বিপ্লব নিশ্চুপ থাকে। কিছু বলতে ইচ্ছা করলেও অযৌক্তিক যুক্তি ছাড়া আর কিছুই মাথায় আসে না। আর সেটা আকিবের সাথে...

না না, সেটা একেবারেই না, যুক্তি দিতে না পারলেও কুযুক্তি দিয়ে নিজেকে তো আর ছোট করা যায় না! আর সত্যি বলতে কি শুনতেও মন্দ লাগছে না।

সম্প্রীতি নিয়ে আকিব তার মন্তব্য জানায়-

আমরা মনে করি,

আমরা হিন্দু মুসলিম সহবস্থানে থাকি, এটার নাম সম্প্রীতি।

আমরা হিন্দু মুসলিম একই রুমে থাকি, এটার নাম সম্প্রীতি।

আমরা হিন্দু মুসলিম একই সাথে খাওয়া দাওয়া করি, এটার নাম সম্প্রীতি।

আমরা হিন্দু মুসলিম একে অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ি, এটার নাম সম্প্রীতি।

আমরা হিন্দু - মুসলিম কেউ অসুস্থ হলে সারা রাত্রি না ঘুমিয়ে বেডের পাশে বসে থাকি, এটার নাম সম্প্রীতি।

এইগুলি যদি সম্প্রীতি এবং সামাজিকতা না হয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ব্যক্তিগত কর্ম পুজো, নামাজ ইত্যাদির সাথে ভাগাভাগি করাটা হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির বন্ধন হয় তাহলে তো দেখছি কোনো মেডিকোসের সাথে ননমেডিকোসের বন্ধুত্বের বন্ধনের সম্প্রীতিও টিকবে না। কেননা ননমেডিকোস তো আর মেডিকোসের ব্যক্তিগত কর্ম ডাক্তারি করবে না।

বিপ্লব তার অজান্তেই হেসে ওঠে। সত্যিই তো আগে এমন ভাবে ভাবেনি!

হঠাৎ বিপ্লবের মাথায় বিদ্যুৎ চমক এর মত একটা প্রশ্ন খেলে যায়, বলে, তাহলে তো ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিশ্বাস হিন্দুদের বিশ্বাস পরস্পর বিপরীতধর্মী, কাজেই একই সাথে দুইটা বিশ্বাসই সঠিক হতে পারে না। তাহলে কীভাবে বুঝবো কোনটা সঠিক?

আকিব বললো, একাধিক ঈশ্বর সম্পর্কে মতবাদ বা এক জন প্রতিপালকের সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে যে মতবাদগুলো রচনা করা হয়েছে, যেমন কেবল বিদ্যার দেবতা একজন অতএব বিদ্যার জন্য কেবল বিদ্যার দেবতার উপাসনা করতে হবে, ধনসম্পদের দেবতা অন্য আর একজন অতএব সম্পদের জন্য ধনের দেবতার উপাসনা করতে হবে ইত্যাদি। তা আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখলে স্পষ্টত বুঝতে পারব, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে একজন এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেওয়ার অর্থ এটা নয় কি যে একজন দেবতার সব ক্ষমতা নেই। তার জন্য তাকেই অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। আর যদি তার অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়, তাহলে তাকে স্রষ্টা হিসেবে মানার ব্যাপারে যুক্তিবুদ্ধি তো সাড়া দিতে পারে না! তাছাড়া দেবতাদের সন্তান সন্ততি এটাও কি হাস্যকর নয়? আমি তোকে আঘাত দিতে চাইছি না, কেবল আমার ভাবনাগুলো তুলে ধরতে চাইছি। যেমন তুই মহাবিশ্ব নিয়েই চিন্তা কর না।

মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমস্ত পদার্থগুলো ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, বা মৌলিক পদার্থ যেমন **C, H, N, O, P, K, Ca, Mg** ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। এখন মহাবিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লিষ্ট বস্তুগুলোর মৌলিক উপাদান গুলোর মধ্যে বেশির ভাগই সাধারণ **(Common)**। অর্থাৎ একই ধরনের কিছু মৌলিক উপাদান থেকে বিভিন্ন সমন্বয়ে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে **H** যেমন মানব দেহেও আছে আবার সূর্যেও আছে। কোনো একজন স্রষ্টা যিনি **H** সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সূর্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের স্রষ্টা ও সূর্যের স্রষ্টা যদি আলাদা হত , তাহলে প্রথম একজন স্রষ্টা যিনি **H** সৃষ্টি করে মানুষ সৃষ্টিতে কাজে লাগিয়েছেন তিনি অন্য স্রষ্টা যিনি সূর্য সৃষ্টি করেছেন তাঁকে সূর্য সৃষ্টি করতে **H** দিতেন কেনো? কিংবা সূর্যের স্রষ্টার **H** ছাড়া নতুন কিছু সৃষ্টিতে অক্ষমতা কেনো? বা অন্য স্রষ্টার মুখাপেক্ষী কেনো? যদি তিনি স্রষ্টাই হন! তারা নিজেরাই যদি অভাবী হবে তাহলে মানুষসহ সৃষ্টি জগতের অভাব কীভাবে পূরণ করবে?

বিপ্লব নিরুত্তর রইলো। তার যুক্তিবাদী মন যুক্তিগুলো গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংস্কার ছাড়তে কোথাও যেন বাধা কাজ করছে। ফলে সে জুতসই জবাবও দিতে পারে না, আবার তর্ক করতে পারে না।

আকিব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, কাজেই মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি যেহেতু একই রকম কিছু মৌলিক পদার্থ বা কণার বিভিন্ন সমন্বয়ে গঠিত তাই মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজনই।

অতঃপর আকিব বললো,

ধর, সৃষ্টির দেবতা একজন এবং বিদ্যা বা জ্ঞানের দেবতা অন্যজন।

সৃষ্টির জন্য নিশ্চয় বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন। এখন সৃষ্টির দেবতা সৃষ্টি করতে চাইলে নিশ্চয় বিদ্যার দেবতার মুখাপেক্ষী হবেন। যে অপরের মুখাপেক্ষী, সে কেমন করে ঈশ্বর হতে পারে? বিদ্যার দেবতা তাকে জ্ঞান দেবেই বা কেনো, যেহেতু এই বিদ্যা নিয়েই সৃষ্টির দেবতা সৃষ্টি করবেন আর এর জন্য মানুষ তাকে উপাসনা করবে, যেটা প্রকৃতপক্ষে পাওনা ছিল বিদ্যার দেবতার। বরং তারা একে অপরের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চড়াও হবে এবং দেবতাদের লড়াই হবে। দেবতারা যদি নিজেরাই লড়াই ঝগড়া করে তাহলে মানুষকে কীভাবে শান্তির বাণী শোনাবে?

বিপ্লব ভাবান্বিত হয়ে সহমত জানালো, হুমম...

আকিব বললো, আচ্ছা তুই চাঁদার কথা বলছিলিস না! আমরা যারা ইসলামের অনুসারী, যার ভিত্তি কঠোরভাবে তাওহীদ অথবা একেশ্বরবাদ অথবা **MONOTHEISM** এর উপর। মুসলিমরা কোনোভাবেই **POLYTHEISM** অথবা শির্কের যে কোনো ধরণের আচার অনুষ্ঠান, উপাসনায় সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি না, কেননা এটি ইসলামের মূল ভিত্তির বিপরীতধর্মী সম্পূর্ণরূপে

অযৌক্তিক একটা বিষয়। এটাই স্বাভাবিক, যেমন তুই আমাকে ২ + ২ = ৩ বা ২ + ২ = ৫ এর গবেষণায় সাহায্য করবি না বলেছিলি, কী বলিস বিপ্লব?

বিপ্লব, আকিবের নাগপাশে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও সে বলে,

তা না হয় ঠিক, কিন্তু আনন্দ উপভোগের জন্যও কি তোরা যোগদান করতে পারিস না, শির্কের আচার অনুষ্ঠান উপাসনায়?

আকিব স্পষ্ট উত্তরে জানালো, না, কখনোই না। কেননা ধর্ম আমাদের কাছে নিছক ক্রীড়াকৌতুকের বিষয় নয়। ধর্ম কেবলই নৈতিকতার বিষয়ও নয়, বরং ধর্ম হল স্রষ্টার থেকে আসা জীবন বিধান অথবা জীবনের পথ যার একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে। তাছাড়া আমরা মুসলিমরা, নিজেরা সরস্বতীতে অবিশ্বাসী হওয়া সত্বেও পুজোতে অংশগ্রহণ করে অন্য যারা বিশ্বাস করেন তাদের উদ্বুদ্ধ করলে নিজেদের সততার উপর একটা বিরাট প্রশ্ন দেখা দেয়। কেননা আমরা যা ভুল মনে করি তা অন্যকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা মোটেই উচিত নয়।

আকিবের কথাগুলো বিপ্লবের মনে যেন নতুন বিপ্লব এনে দিলো।

বিপ্লবের কানে বাজতে থাকলো—'ধর্ম হল স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা জীবন বিধান অথবা জীবনের পথ, যার একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে।'